যুগান্তর

তারিখ ....2.6 ...
পৃষ্ঠা ..20.. কলাম ..2...

ঢাকায় অধ্যক্ষ সম্মেলন আজ

৫১ সমস্যায় জর্জরিত সরকারি কলেজ

গত সম্মেলনে চিহ্নিত ১৯ সমস্যার অধিকাংশই সমাধান হয়নি

বেহাল উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা

মুসতাক আহমদ

শিক্ষক ও অবকাঠামো সংকটসহ ৫১ সমস্যায় জর্জরিত দেশের সরকারি কলেজ। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যাগুলো বিরাজ করলেও তা সমাধানে কার্যকর তেমন উদ্যোগ নেই। ফলে এসব কলেজে মানসম্মত শিক্ষা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে নিম্নমানের গ্র্যাজুয়েট। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) পাঠানো সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এবং যুগান্তরের অনুসন্ধানে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সরকারি কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এমন বাস্তবতা সামনে রেখে আজ ঢাকায় 'মানসম্পন্ন শিক্ষা' বিষয়ে অধ্যক্ষ সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আজিমপুর সরকারি গার্লস স্কুল ও কলেজে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রধান অতিথির বক্তৃতা করবেন। পুরনো ৩২৯ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে এতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নতুন ২৬৫ কলেজ আমন্ত্রণ পায়নি। কলেজ অধ্যক্ষদের দ্বিতীয় সম্মেলন এটি। এর আগে গত বছরের ৩০ এপ্রিল প্রথম সম্মেলনে শিক্ষক সংকট, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ না থাকা, রাজনীতিসহ ১৯ ধরনের সমস্যা তুলে ধরেছিলেন অধ্যক্ষরা। বিগত এক বছরে সেসবের কোনো কিছুই দূর হয়নি বলে জানা গেছে।

মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, সরকারি কলেজের সমস্যা রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়। আগের বছর অধ্যক্ষরা ক্লাসরুম, পরীক্ষার হল, ল্যাবরেটরি, আইসিটি শিক্ষকসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন। কলেজে শুধু প্রয়োজনীয় শিক্ষকেরই অভাব নয়, পদও কম আছে। সমস্যা সমাধানে নানামুখী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। নতুন পদ সৃষ্টির বিষয়ে কাজ চলছে। শিক্ষক সংকট নিরসনেও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাউশি সূত্র জানিয়েছে, সম্মেলন সামনে রেখে অধ্যক্ষদের কাছ থেকে ছক আকারে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার ফল, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন পরিস্থিতি, অবকাঠামোগত ও পরিবহন সমস্যা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আবাসন সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে আগাম তথ্য নেয়া হয়। ওইসব তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অন্তত ৫১ ধরনের সমস্যা বিরাজ করছে কলেজগুলোয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষক সংকট। কোর্স, বিভাগ এবং ডিগ্রি ও শিক্ষার্থীর তুলনায় প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদও সৃষ্টি হয়নি। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষকের পদ আছে ১৫৬টি। কর্মরত আছেন ১৪৯ জন। যদিও ১৫ জন শিক্ষক সংযুক্ত আছেন। কিন্তু শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের পদ বাড়েনি। ওই কলেজে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:১৩৭। জামালপুরের একটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, তার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী আছে প্রায় ১৪ হাজার। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

৫১ সমস্যায় সরকারি কলেজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

একাদশ শ্রেণী, বিএ (পাস কোর্স), ১৪টি বিষয়ে অনার্স ও ১১টি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু আছে। শুধু শিক্ষক সংকটই নয়, শ্রেণিকক্ষের সংকটও আছে। শিক্ষার্থীরা জায়গার অভাবে কলেজে গেলেও ক্লাস করতে পারে না।

মাউশি পরিচালক অধ্যাপক ড. সামসুল হুদা যুগান্তরকে বলেন, এবার বেশি গুরুত্ব পাবে কলেজ শিক্ষকদের সৃষ্টিশিলতার বিষয়। আগত অধ্যক্ষদের ১০টি গ্রুপে ভাগ করে শিক্ষকদের কর্ম উপস্থিতি, শিক্ষার্থী উপস্থিতি, মাল্টিমিডিয়ায় পাঠদান, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি ইত্যাদি বাস্তবায়নে তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা চিহ্নিত করে প্রতিবেদন নেয়া হবে। পরে এর আলোকে মন্ত্রণালয় উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেবে। এছাড়া জঙ্গি বিস্তার রোধে সাধারণ নির্দেশনা দেয়া হবে।

এ সম্মেলন সামনে রেখে কয়েকটি কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপকালে কলেজ শিক্ষা নিয়ে বিশৃংখলার কথা জানা গেছে। তাদের মতে, অনার্স, মাস্টার্স এবং স্নাতক পর্যায়ের উচ্চশিক্ষার ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত করা হয় এসব কলেজে। কিন্তু এ উচ্চশিক্ষা কোচিং-প্রাইভেট ও গাইডবইয়ে বন্দি হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ কলেজে নিয়মিত ক্লাস হয় না। ফলে সিলেবাস শেষ না করেই পরীক্ষা নেয়া হয়। ইনকোর্স, টার্ম পেপার ও মৌখিক পরীক্ষায় অকাতরে নম্বর বিলিয়ে দেয়ার অভিযোগ খুবই বেশি। এছাড়া কেন্দ্রীয় পরীক্ষার খাতায়ও নম্বর বেশি দেয়ার মৌখিক নির্দেশনা আছে বলে অভিযোগ শিক্ষকদের। অনেক কলেজে শিক্ষার্থীরা ফ্রি-স্টাইলে নকল করে। তা ধরলেও বহিষ্কার করা যায় না। এ নকলপ্রবণতা উসকে দিয়েছে কলেজ ও বিভাগের ভালো রেজাল্টের প্রতিযোগিতা। শিক্ষা নিয়ে এমন বেহাল দশা তৈরি হলেও একাডেমিক উন্নয়নে কলেজ-প্রশাসনের উদ্যোগ কম। শিক্ষকদের পাঠদানে আগ্রহী করা বা জবাবদিহিতার উদ্যোগ নেই। বরং বিভিন্ন কলেজে কায়েম হয়েছে দলীয় ও অদক্ষ প্রশাসন। কলেজে প্রভাবশালী ও স্থানীয়দের শিক্ষকদের এত দাপট যে, প্রশাসন চাইলেও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

পরীক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বদরুজ্জামান অবশ্য বলেন, এসব অভিযোগ একেবারেই সঠিক নয়। কাউকে নম্বর বাড়ানোর কোনো নির্দেশনা কখনোই দেয়া হয়নি। তবে কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে।

আলাপকালে মানিকগঞ্জের একটি কলেজের অধ্যক্ষ যুগান্তরকে বলেন, কোচিং করা বা প্রাইভেট পড়ানোর জন্য সব সময় শিক্ষকই দায়ী নন। কেননা বেশিরভাগ কলেজে ঠিক মতো ক্লাস হয় না। শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি, শিক্ষক সংকট, কলেজে সারা বছর পরীক্ষা লেগে থাকা, সেশন জট নিরসনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাশ প্রোগ্রামের চাপে সেশন ছোট হয়ে আসাসহ নানা কারণে শিক্ষার্থীরা গাইডবই, কোচিং ও প্রাইভেট-নির্ভর হয়ে পড়েছে। ঢাকার একটি সরকারি কলেজের অধ্যাপক বলেন, বিভিন্ন কলেজে অনার্স-মাস্টার্স পরীক্ষায় নকল করে থাকে শিক্ষার্থীরা। রাজনৈতিক কারণে ধরা যায় না। আবার নকল ধরলেও বহিষ্কার করা হয় না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'না পড়েও পাস করা যায়' এমন মানসিকতা চলে এসেছে। এটি শিক্ষার সবচেয়ে বড় অভিশাপ।

৩২৯টি সরকারি কলেজে ১৬ হাজার ১৪১টি শিক্ষকের পদ আছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, এর মধ্যে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ পদই শূন্য আছে। বিপরীত দিকে ঢাকার বিভিন্ন কলেজে শিক্ষক বেশি আছেন।